ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫২৪
আগরতলা, ২০ জুলাই,২০১৮

## মননের বিকাশের জন্য বই পড়া প্রয়োজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

কোন ব্যক্তির মননের বিকাশের জন্য বই পড়া প্রয়োজন। বই পড়ার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি নিজের উৎকর্ষতা বাড়াতে পারেন এবং নিজেকে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। আজ সন্ধ্যায় আমবাসা টাউন হলে নবম আমবাসা বই মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। চারদিন ব্যাপী বই মেলা শেষ হবে আগামী ২৩ জুলাই।

বই মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বই বলতে শুধু ইতিহাস, ভুগোল, অংক ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক পড়াই শেষ কথা নয়। মানুষ নিজের পছন্দ অনুসারে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, বিখ্যাত মানুষের জীবনী পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সম্পর্কে লেখা বই পড়ে তার আদর্শ ও নৈতিকতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে। তেমনি আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য সম্পর্কে বই পড়ে ত্রিপুরার রাজন্য ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। ত্রিপুরার রাজন্য শাসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব বলেন, রাজন্য আমলে ত্রিপুরা স্ব-নির্ভর ছিল। কিন্তু রাজন্য শাসনের পর একটা সময় থেকে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর হতে লাগল। অথচ এই সময়ে ত্রিপুরা গরীব ছিল না। কৃষ্টি, কলা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় রাজন্য আমলেও ত্রিপুরা সমৃদ্ধ ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময়ে ত্রিপুরার মানুষ শুধু চারটি শব্দই শুনতে পেতেন- বঞ্চিত, নিপীড়িত, লুণ্ঠিত ও উৎপীড়িত। কিন্তু এই চারটি শব্দ নিয়ে কোন ব্যক্তি সুখী হতে পারে না। এইজন্যই বর্তমান সরকার ত্রিপুরা থেকে এই চারটি শব্দ মুছে দিয়ে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'- এই নীতিতে কাজ করছে। স্বজন পোষন নীতি বাদ দিয়ে স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি, ই-টেন্ডারিং ইত্যাদির মত জনমুখী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির কথা ঘোষনা করেছেন। এইজন্য কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্য শস্যের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাব্রুমে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেলে ত্রিপুরায় বহুমুখী উন্নয়নের দ্বার খুলে যাবে। ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বের প্রবেশ দ্বার হয়ে উঠবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতেও সরকার কাজ শুরু করেছে।

বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, আমাদের সরকার গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে নতুন দিশা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় বইমেলার আয়োজন করছে। বর্তমানে সোশাল মিডিয়া বিপুল জনপ্রিয়তার মধ্যেও বইমেলার জনপ্রিয়তা হারিয়ে যায়নি। এবারের নবম আমবাসা বইমেলা চারদিন ধরে চলবে।

**২য় পাতায়**

প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত বইমেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সেই সাথে টাউন হলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির যৌথ উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার এবং একটি কবিতার লিটিল ম্যাগাজিনের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বইমেলা কমিটির আহ্বায়ক মহকুমা শাসক জে ভি দোয়াতি। উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক, ধলাই জেলার জেলা শাসক বিকাশ সিং, পুলিশ সুপার সুদীপ্ত দাস, ত্রিপুরা পাবলিসার্স গিল্ডের সহ সভাপতি মনোজ পাল প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বইমেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। বইমেলায় ২৮টি বইয়ের স্টল ছাড়াও ১৬টি প্রদর্শনী স্টল রয়েছে।

****